চেয়ারম্যান-এর বার্তা

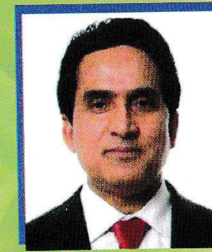

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প-২০২১ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সরকারের অধিকাংশ সেবা এবং অফিস কার্যাবলি ডিজিটাল প্লাটফরমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য একক বৃহত্তম অর্থযোগানদাতা হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেই অর্থ জনগণের নিকট হতেই আহরণ করে থাকে। ফলে জণগণের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে জড়িত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার ক্লায়েন্ট অর্থাৎ করদাতাগণকে আরো সহজ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী খরচে সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারই অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় ৪ নভেম্বর ২০১৮ আয়োজিত হচ্ছে ইনোভেশন শোকেসিং।

এই শোকেসিং-এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের মোট ১০টি উদ্যোগ এবং সঞ্চয় অধিদপ্তরের একটি উদ্যোগ মোট ১১টি উদ্যোগ প্রদর্শিত হচ্ছে। অধিকাংশ উদ্যোগ করদাতা সেবার পরিবেশকে অধিকতর সহজ ও দ্রুততর করবে। একই সাথে মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ও আয়কর অফিসের সাথে কায়িক যোগাযোগ হ্রাস করবে। ফলে করদাতার ব্যবসায়িক খরচ কম হবে। এ উদ্যোগগুলোর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেবার মান সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে তা ডুয়িং বিজনেস ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আমি এ শোকেসিং-এর সাফল্য কামনা করছি এবং এই মেলায় উপস্থাপিত ১১টি উদ্যোগ করদাতা এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নত ও কার্যকরী করুক সেই আশা করছি। উদ্ভাবনী উদ্যোগ শোকেসিং আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া, এনডিসি
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ও
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

প্রধান উদ্ভাবনী কর্মকর্তার বার্তা

প্রচলিত কোনো সমস্যা নতুন কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করার নামই উদ্ভাবন। মানুষ তার সৃষ্টির সূচনা লগ্ন হতেই যেকোনো সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে আসছে। তারই প্রেক্ষিতে সভ্যতা এগিয়ে এসেছে এবং তা প্রবাহমান রয়েছে। প্রাচীনকালে কিছু কিছু উদ্ভাবন মানব সভ্যতাকে বদলে দিয়েছিল যেমন– আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি, কাগজ বা প্রিন্টিং মেশিন উদ্ভাবন ইত্যাদি। বিদ্যুৎ আবিষ্কার মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। একইভাবে হালআমলের ইন্টারনেট উদ্ভাবনও মানুষের জীবনে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন।

বাংলাদেশ সরকার যেকোনো কাজকে আরো সহজ ও দ্রুততর উপায়ে সম্পাদনের জন্য সনাতন পদ্ধতির বদলে বিকল্প উদ্ভাবনী পদ্ধতিকে উৎসাহিত করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিশেষত এটুআই প্রকল্প এ ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। দেশব্যাপী উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার নিয়ন্ত্রণাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সঞ্চয় অধিদপ্তর ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর তাদের করদাতা এবং গ্রাহক সেবার মান ও ব্যাক-অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানান উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার মধ্যে সেরা ১১টি উদ্যোগ নিয়ে ৪ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে উদ্ভাবনী শোকেসিং-এর আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্যোগগুলো দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিটি উদ্যোগই তাদের কার্যক্ষেত্রে সেবার মান ও ব্যাক-অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশাকরি।

মেলার পর উদ্যোগগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা সকল দপ্তরে যাতে ব্যবহার করা হয় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এতে উদ্যোগগুলো সার্বজনীনতা পাবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলে উদ্যোগগুলোর সুবিধাভোগী হবেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ফলশ্রুতিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসগুলোর কর্মপ্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য মূল্য-সংযোজন হবে।

আমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই প্রকল্প, উদ্যোগ গ্রহণকারী দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগ্রহণকারী দপ্তরকে অনুরোধ করবো সেগুলোর সুফল যেন করদাতাগণ তথা দেশবাসী পায় তা নিশ্চিত করতে।

কানন কুমার রায়
প্রধান উদ্ভাবনী কর্মকর্তা
ও
সদস্য (আয়কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপসহ সূচিপত্র

ক্র.নং	উদ্যোগের নাম	উদ্ভাবন প্রকৃতি	সুবিধাভোগী	উদ্ভাবনকারী দপ্তর	পৃষ্ঠা
১।	বেনাপাস	সফটওয়্যার	- আমদানি-রপ্তানিকারক - কাস্টম হাউস, বেনাপোল	কাস্টম হাউস, বেনাপোল	০৫
২।	অডিট ম্যানেজমেন্ট	সফটওয়্যার	- করদাতা - কর অঞ্চল-২, ঢাকা	কর অঞ্চল-২, ঢাকা	০৭
৩।	ডিমান্ড এন্ড কালেকশন টুল	সফটওয়্যার	- করদাতা - কর অঞ্চল-২, ঢাকা	কর অঞ্চল-২, ঢাকা	০৮
৪।	ব্যাংক সার্চ টুল	সফটওয়্যার	- করদাতা - কর অঞ্চল-২, ঢাকা	কর অঞ্চল-২, ঢাকা	০৯
৫।	এডভান্স ট্যাক্স রিমাইন্ডার টুল	সফটওয়্যার	- করদাতা - কর অঞ্চল-২, ঢাকা	কর অঞ্চল-২, ঢাকা	০৯
৬।	এক্সেল শিটের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন প্রসেসিং	এক্সেল টুল	- করদাতা - কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১০
৭।	ভ্যাট ইস্ট	মোবাইল অ্যাপ	- সাধারণ ভোক্তা - ব্যবসায়ী - ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেট	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা	১৩
৮।	কাস্টমস ই-পেমেন্ট	সফটওয়্যার	- আমদানি-রপ্তানিকারক - সকল কাস্টম হাউস	আইটি উইং, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৯
৯।	ই-ইজিএম	সফটওয়্যার	- রপ্তানিকারক - সকল কাস্টম হাউস	আইটি উইং, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০
১০।	এলটিইউ-ভ্যাট মোবাইল অ্যাপ	মোবাইল অ্যাপ	- সাধারণ ভোক্তা - ব্যবসায়ী - বৃহৎ করদাতা ইউনিট-ভ্যাট	বৃহৎ করদাতা ইউনিট-ভ্যাট	২২
১১।	ই-সেভিংস	সফটওয়্যার	- সঞ্চয়কারী - সঞ্চয় অধিদপ্তর	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	২৩

ভূমিকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সিংহভাগের যোগানদাতা। দেশের জনগণের নিকট হতেই রাজস্ব আহরণ করতে হয়। ফলে দেশের জনসাধারণের সাথে রাজস্ব প্রশাসনের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। জনগণের নিকট হতে রাজস্ব আহরণ অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ একটি কাজ। তাই রাজস্ব আহরণ করতে নিত্যনতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। ২০১৮ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন মাঠ দপ্তর ১০ (দশ) টি ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ১ (এক) টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় উক্ত উদ্যোগসমূহ ৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে শোকেসিং-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে উদ্যোগসমূহের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

- ১ BenaPass
- ২ অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ৩ ডিমান্ড এন্ড কালেকশন টুল
- ৪ ব্যাংক সার্চ টুল
- ৫ এডভান্স ট্যাক্স রিমাইন্ডার টুল
- ৬ এক্সেল শিটের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন প্রসেসিং
- ৭ ভ্যাট ইস্ট
- ৮ কাস্টমস ই-পেমেন্ট
- ৯ ই-ইজিএম
- ১০ এলটিইউ-ভ্যাট মোবাইল অ্যাপ
- ১১ e-Savings

১ BenaPass

বেনাপোল কাস্টম হাউস ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্ভাবনী ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি আমদানি-রপ্তানি ট্রাকের কারপাস সংশ্লিষ্ট তথ্য রেকর্ড ও সংরক্ষণের জন্য 'Benapass' নামক একটি সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে কারপাস সংক্রান্ত তথ্যাদি ম্যানুয়াল রেজিস্টারে এন্ট্রি ও সংরক্ষণ করা হতো। তাছাড়া এ সংক্রান্ত তথ্যাদি তিন সংস্থা তথা কাস্টমস, বিজিবি ও বন্দর কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে এন্ট্রি করত। এতে অধিক সময় ব্যয় হতো এবং ব্যবসায়ীরা ভোগান্তির শিকার হতেন। বেনাপাস সফটওয়্যার প্রবর্তনের ফলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে এবং এতে সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রাপ্তির সময় বর্তমানে আট ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পণ্যের ওজন ও ঘোষণায় অনিয়ম কমছে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এর ডাটা কাজে লাগানো যাচ্ছে।

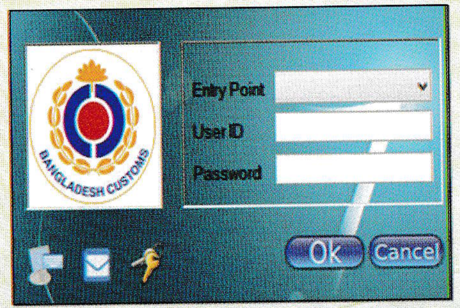

পূর্বতন সেবাদান পদ্ধতি:

- আমদানি-রপ্তানি পরিবহনের তথ্য ম্যানুয়াল রেজিস্টারে এন্ট্রি;
- তথ্য এন্ট্রিতে শৃংখলাহীনতা;
- নিবিড় মনিটরিং সম্ভব না হওয়া;
- তিন সংস্থা- কাস্টমস, বিজিবি ও বন্দর কর্তৃপক্ষের আলাদা আলাদা এন্ট্রি;

- একটি ট্রাকের তথ্য ধারণ করতে মোট ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হওয়া;
- সেবা গ্রহীতার অহেতুক সময়ক্ষেপণ ও বিড়ম্বনা;
- কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংরক্ষিত না থাকা;
- কোনো ট্রাক সম্পর্কে চোরাচালান বা মিথ্যা ঘোষণার তথ্য তাৎক্ষণিক খুঁজতে না পারায় আসল ঘটনা উদঘাটন দুস্কর ও সময় সাপেক্ষ;
- ট্রাকের তথ্যে ওয়েব্রিজ ও ট্রাক স্ক্যানারের তথ্যের সমন্বয়হীনতা;

বেনাপাস সফটওয়্যারের সুবিধা:

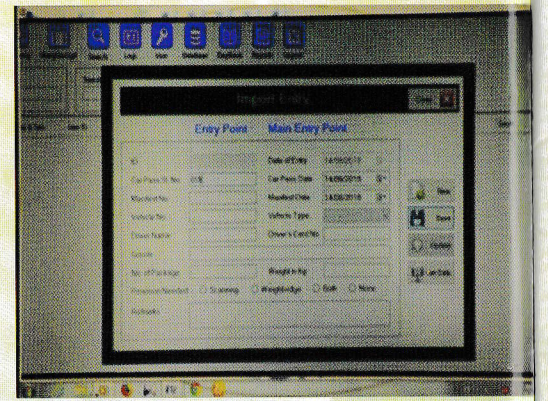

BenaPass সফটওয়্যার প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম দ্রুততার সাথে ও সহজে সম্পাদিত হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে কার পাস সংশ্লিষ্ট তথ্য এন্ট্রি করা সম্ভব হচ্ছে। কারপাস সিরিয়াল নাম্বার ও তারিখ, মেনিফেস্ট নাম্বার ও তারিখ, গাড়ির নাম্বার, ড্রাইভারের নাম ও কার্ড নাম্বার, গাড়ির ধরণ, পণ্যের নাম, প্যাকেজ সংখ্যা ও ওজনের পরিমাণ এই সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া হয়। পূর্বে এই তথ্যাদি ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করতে যেখানে ১০-১৫ মিনিট সময় ব্যয় হতো, সেখানে বর্তমানে মাত্র ২ মিনিটে তথ্য এন্ট্রির কাজ শেষ হচ্ছে।

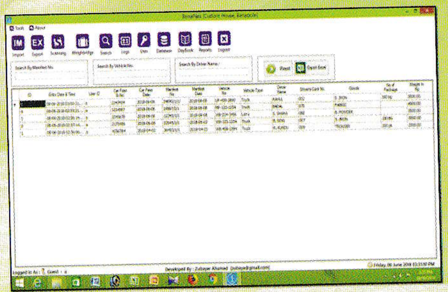

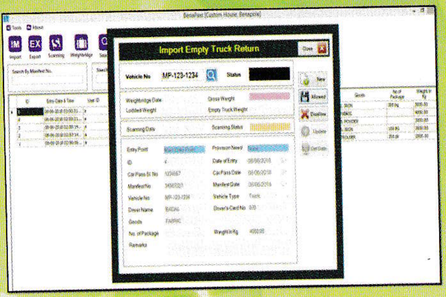

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বেনাপাস সফটওয়্যারের ফিল্ড বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেনিফেস্ট সরাসরি সফটওয়্যারটিতে এন্ট্রি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সফটওয়্যারটিকে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যারের সাথে ইন্টিগ্রেট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ওয়েবভিত্তিক সীমিত ডাটা উন্মুক্ত করা হবে। তাছাড়া বাংলাদেশে ও ভারতে একই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে সময় হ্রাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবক দপ্তর: কাস্টম হাউস, বেনাপোল, যশোর।

২ অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নসমূহে প্রতি বছরেই অডিট কার্যক্রম করতে হয়। প্রায় ৬২টি শর্তপূরণ সাপেক্ষে কিছু সংখ্যক কর মামলায় করদাতার স্বঘোষিত আয়ের সঠিকতা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন করা হয়। যেহেতু পদ্ধতিটি জটিল, শ্রম ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ, তাই অডিটের জন্য শতভাগ পূর্ণাঙ্গ রিটার্ন নির্বাচন করা কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে।

AMS ব্যবহার করে নির্ধারিত সকল শর্ত পূরণ করে অডিট মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত, করদাতার কাছে অডিটের কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক পত্র প্রেরণ, চিঠির উপরে ঠিকানা ইত্যাদি কাজগুলো কম্পিউটারে বসে মাত্র এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে।

এমনকি পরিদর্শী রেঞ্জ কর্মকর্তা ও কর কমিশনার নিজ কক্ষ থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি মনিটরিং এবং যথাযথ মামলাসমূহের প্রয়োজনীয় অনুমোদনও দিতে পারছেন। অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটির মাধ্যমে করদাতাগণের দাখিলকৃত রিটার্নসমূহ প্রথমেই ছক

অনুযায়ী এন্ট্রি করা হয়। এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে বর্তমানে সার্কেল পর্যায়ে অডিট মামলাসমূহ বাছাই, পরিদর্শী রেঞ্জ ও কর কমিশনারের অনুমোদন এর মতো দীর্ঘ ও জটিল কাজটি খুব সহজে ও স্বল্পতম সময়ে নির্ভুলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে।

পূর্বে প্রতিটি ফাইল আলাদাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অডিটের জন্য বাছাই করতে হতো, সেটি বর্তমানে কম্পিউটারের সামনে বসে মাউসে একটি ক্লিকের মাধ্যমেই আয়কর আইনের নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, অডিটযোগ্য মামলাসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক তালিকা তৈরি করে দিচ্ছে। বর্তমানে কর অঞ্চল-২, ঢাকা-এর ফিল্ড লেভেলের অফিসগুলো থেকে শুরু করে মনিটরিং পর্যায়ে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহারের বহুমাত্রিক সুফল ভোগ করছে।

বাছাইকৃত মামলার পৃথক তালিকা হতে, খুব সহজে স্বল্পতম সময়ে নির্দিষ্ট ছকে কমান্ড দিয়ে, প্রযোজ্য শর্ত পূরণ করে প্রতিবছরের জন্য আলাদা অডিট মামলা বাছাই করা হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের পরিবেশে এবং জাতীয় রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এক বিশাল গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে কর অঞ্চল-২, ঢাকা অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে এর সুফল পাচ্ছে।

আশা করা যায়, অন্যান্য কর অফিসসমূহে এই AMS সফটওয়্যারটি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আদর্শ কর ও করদাতা বান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠবে।

উদ্ভাবক দপ্তর: কর অঞ্চল-২, ঢাকা।

৩ ডিমান্ড এন্ড কালেকশন টুল

অনেক সময় করদাতাগণ কর মামলার রায়ে সন্তুষ্ট না হলে উচ্চতর আদালতে আপিল করে থাকেন। প্রাথমিক করদাবী সৃষ্টির পর বিভিন্ন স্তরে আপিলাত কর্তৃপক্ষের রায়ের প্রেক্ষিতে কর দাবি সংশোধন, পুনঃসংশোধন, আহরণ, আহরণের জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ প্রেরণ, বকেয়া, আংশিক বা সম্পূর্ণ বকেয়া কর পরিশোধের পর করদাবীর হালনাগাদ তথ্য প্রস্তুত করা কর অফিসগুলোর অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করতে একটি নথির পূর্ববর্তী বছরগুলোর আদেশপত্র অধিক সতর্কতায় যাচাই করতে হয়। কর অঞ্চল-২, ঢাকাতে 'ডিমান্ড এন্ড কালেকশন টুল' সফটওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করে কর দাবির সংশোধিত, নির্ভুল এবং হালনাগাদ তথ্য পাওয়ায় একদিকে অফিসগুলোতে যেমন কাজে গতিশীলতা এসেছে, তেমনি করদাতাগণ সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ অগ্রীম কর পরিশোধের নোটিশ পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন।

উদ্ভাবক দপ্তর: কর অঞ্চল-২, ঢাকা

৪ ব্যাংক সার্চ টুল

সম্মানিত করদাতাগণ সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিজ আয় নিজে পরিগণনা পূর্বক আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে করদাতাগণ অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়কর রিটার্নে ভুল আয় অথবা কম আয় প্রদর্শন করে থাকেন। আবার অনেকে ইচ্ছাকৃত ভাবেও তথ্য গোপন করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক করদাতা তার ঘোষিত আয়ের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি ও ব্যাংক হিসাব দাখিলে ব্যর্থ হন অথবা অসহযোগিতা ও অপারগতা প্রকাশ করতে পারেন।

এসব ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্বের স্বার্থে, প্রকৃত আয় নির্ধারণপূর্বক সঠিক আয়কর আহরণকল্পে, অনেক সময় করদাতাগণের ব্যাংক হিসাবের তথ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সম্ভাব্য ব্যাংকসমূহে পত্র প্রেরণ করে সংগ্রহ করতে হয়।

ব্যাংক হতে তথ্য আহরণের এই কাজটি ম্যানুয়ালিই করা হয়। এতে করে একজন মাত্র করদাতার ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ করতে ১০ থেকে ১৫ কার্যদিবস লেগে যায়। ব্যাংক সার্চ টুলটির পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করার পর ব্যাংক তথ্য আহরণের জন্য পত্র প্রস্তুত, অনুমোদন, উইন্ডো ইনভেলাপে ঠিকানা এবং আহরিত তথ্যগুলো সংগ্রহের পর তার সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণের মতো জটিল, শ্রমঘণ ও দীর্ঘসূত্রী কাজটি কয়েক মিনিটেই সম্পন্ন করা হচ্ছে।

উদ্ভাবক দপ্তর: কর অঞ্চল-২, ঢাকা।

৫ এডভান্স ট্যাক্স রিমাইন্ডার টুল

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার এডভান্স ট্যাক্স রিমাইন্ডার টুল। পূর্ববর্তী কর বছরের আয়ের ভিত্তিতে অগ্রীম আয়কর প্রদানযোগ্য করদাতা নির্ধারণ করা হয়। এই টুলটির ডাটাবেইসে করদাতাগণের সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহের তথ্য পর্যালোচনা করে, করদাতাদাগণকে প্রেরণের জন্য চার কিস্তির প্রতিটির প্রদেয় অগ্রিম করের অঙ্ক উল্লেখপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে নাম ঠিকানাসহ সকল করদাতার আলাদা রিমাইন্ডার পত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট করে। পরবর্তীতে তা প্রিন্ট করে শুধুমাত্র উইন্ডো এনভেলাপে প্রবেশ ও সিলগালা করে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়।

ফলে কর অঞ্চল-২, ঢাকার অফিসগুলো শ্রমঘন্টার সাশ্রয় ঘটিয়ে তাদের করদাতাগণের নিকট সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ অগ্রিম কর দাবি ও তা আহরণ করতে পারছে।

উদ্ভাবক দপ্তর: কর অঞ্চল-২, ঢাকা।

৬ এক্সেল শিটের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন প্রসেসিং

প্রতি বছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় সম্মানীয় করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। এক একটি কর অঞ্চলে প্রায় ৫০,০০০ আয়কর রিটার্ন জমা পড়ে। সাধারণতঃ দেখা যায় দাখিলকৃত রিটার্নে আয়কর হিসাব ও কর রেয়াত পরিগণনায় ছোট খাটো ভুল হয়ে থাকে। আয়কর রিটার্ন পরীক্ষা করা আয়কর অফিসের একটি বাধ্যতামূলক কাজ। হাতে কলমে তথা প্রচলিত পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্নগুলো নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করা অনেক সময়সাপেক্ষ, জনির্ভর, শ্রমসাধ্য ও ক্লান্তিকর।

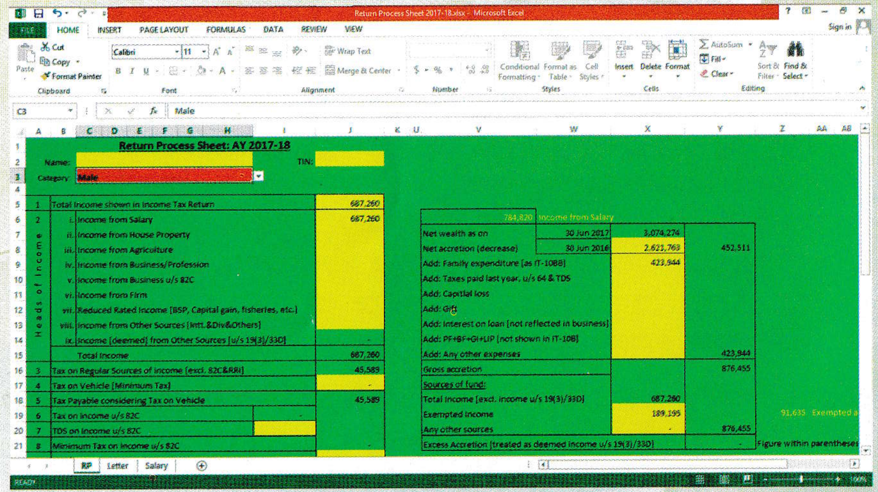

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সহায়ক টুল ব্যবহার করার ফলে রিটার্ন প্রসেসিং কার্যক্রম নির্ভুলভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। উদ্ভাবিত এক্সেল টুলে তথ্য ইনপুট প্রদান করলে, করদাতাগণ যদি আয়কর হিসাবে ভুল করে থাকেন, তার ফলাফল পাওয়া যায়। রিটার্ন প্রসেসিং করে অবহিত করা হলে, করদাতাগণ আয়কর পরিশোধ বা Adjust করে থাকেন। ইতিমধ্যে পাইলটিং প্রজেক্টের মাধ্যমে কর অঞ্চল-১০, ঢাকা এই টুল এর মাধ্যমে ৪০,০০০ রিটার্ন পরীক্ষা করে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আয়কর বাবদ আহরণ করেছে।

ওয়ার্কিং ফ্লো-চার্ট

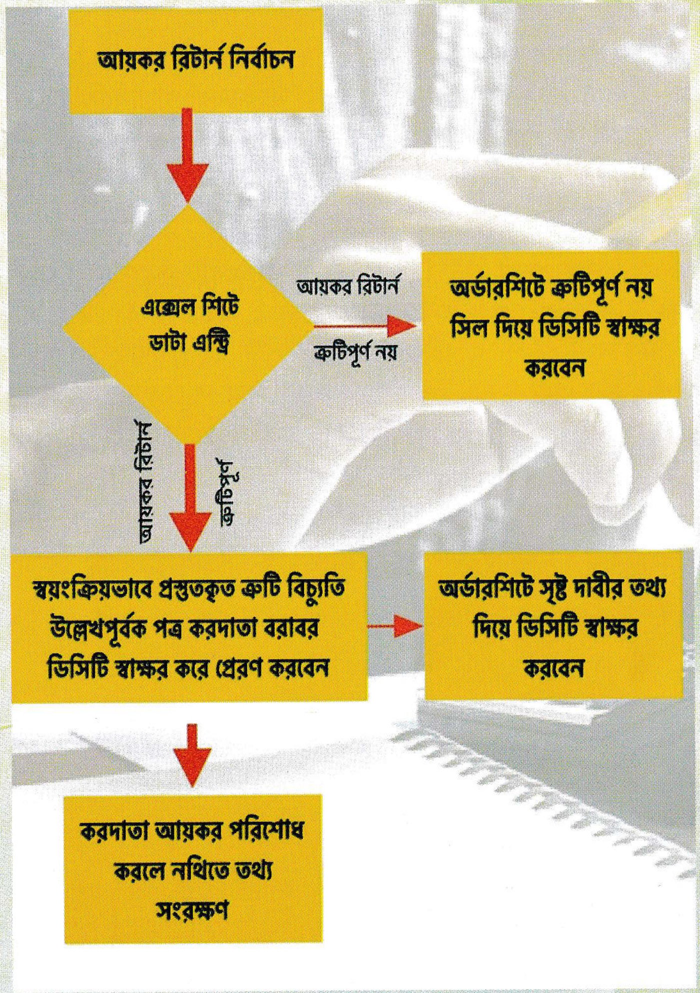

বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে তুলনা:

- বিদ্যমান পদ্ধতিতে হাতে কলমে আয়কর রিটার্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কম্পিউটারাইজড সিস্টেম বিধায় স্বংক্রিয়ভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে ফলাফল পাওয়া যাবে;
- প্রচলিত পদ্ধতি জনবল ও শ্রমঘণ্টা নির্ভর, অপরদিকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা শ্রমঘণ্টা সাশ্রয়ী;
- প্রায় ৭০% কম সময়ের মধ্যে একটি আয়কর রিটার্ন এর ত্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফলাফল পাওয়া সম্ভব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

রিটার্ন প্রসেসিং টুলস আরো আধুনিক ও সার্বজনীন ব্যবহার উপযোগী করে ওয়েবেবে সড এপ্লিকেশনস আকারে তৈরি করা হবে। আয়কর অফিসের পাশাপাশি যাতে সাধারণ করদাতাগণ সহজেই এই টুলস ব্যবহার করে নিজেদের আয়কর নিজেরাই নির্ভুলভাবে হিসাব করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে মোবাইল এপ্লিকেশনস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

আয়কর অফিস ব্যবস্থাপনায় রিটার্ন প্রসেসিং টুলস একটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় আয়কর বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য নিত্যনতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া চলছে। সম্মানীয় করদাতাগণ যাতে সহজে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর পরিশোধ করতে পারেন, সেজন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

উদ্ভাবক দপ্তর: কর অঞ্চল-১০, ঢাকা

৭ ভ্যাট ইস্ট

VAT East

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা সরকারি রাজস্ব আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাইজেশন কর্মসূচীর অগ্রভাগে আছে ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেট। ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেট তার সকল সেবা ও কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ভ্যাট ইস্ট করদাতা সেবা ও ব্যাক-অফিস অটোমেশনের এমনই একটি উদ্যোগ। মোবাইল অ্যাপ-ভিত্তিক কার্যক্রম দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করায় অ্যাপ-ভিত্তিক প্লাটফরমকে কাজে লাগিয়ে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্যাট ইস্ট মোবাইল অ্যাপ দিয়ে দেশের জনগণ, করদাতা এবং ভ্যাট অফিসার কতিপয় জরুরি কার্যক্রম নিখরচায় দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন।

যাঁদের জন্য ভ্যাট ইস্ট অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে:

ভ্যাট ইস্ট মোবাইল অ্যাপটি ৩ ধরণের ব্যবহারকারীর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যথা–

(১) ভোক্তা বা সাধারণ ক্রেতা যারা ভ্যাট পরিশোধ করেন অর্থাৎ সাধারণ জনগণ বা ভ্যাট স্মার্ট। পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে যে কেউ এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন;

(২) নিবন্ধিত ব্যবসায়ী যাঁরা ভ্যাট স্মার্ট বা জনগণের নিকট হতে ভ্যাট আহরণ করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। তাঁরা ভ্যাট ট্রাস্টি হিসেবে পরিচিত;

(৩) ভ্যাট অফিসার বা ভ্যাট মেন্টর যারা ভ্যাট আদায়ে নিবন্ধিত ব্যবসায়ী বা ভ্যাট ট্রাস্টিকে সহায়তা করেন।

ভ্যাট ইস্ট মোবাইল অ্যাপ দিয়ে যেসকল কাজ করা যাবে:

ভ্যাট ইস্ট অ্যাপটি দিয়ে নিম্নের কাজগুলো করা যাবে, যথা:

(১) বিন চেক (BIN Check)

সকল ভ্যাট নিবন্ধিত বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে একটি ৯ ডিজিটের (যা পূর্বে ছিল ১১ ডিজিটের) নম্বর দেয়া হয়। এটিকে ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (Business Identification Number - BIN) বলা হয়। প্রতিটি করদাতাকে পণ্য

বা সেবা বিক্রির সময় মূসক-১১ বা মূসক-১১ক ফরমে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হয় যেখানে তার বিআইএন বা ই-বিআইএন টি লিখতে হয়। চালানটি সঠিক হলে ভোক্তার প্রদত্ত ভ্যাট সরকার পাবে। এটি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় হলো চালানে লিখিত বিআইএন (১১ ডিজিট) বা ই-বিআইএন (৯ ডিজিট) টি সঠিক কিনা। যেকোনো ব্যক্তি BIN Check আইকনে চেপে বিআইএন নম্বরটি প্রদান করে তা সঠিক কিনা তা যাচাই করতে পারবেন।

এই অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানের বিআইএন-ই যাচাই করা যাবে। বর্তমানে বিআইএন ও ই-বিআইএন উভয়ই কার্যকর থাকায় দু'টিই যাচাই করা যাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শীঘ্রই ১১ ডিজিটের বিআইএন ব্যবহার স্থগিত করবে বলে আশা করা যায়। তখন আর তা যাচাই করা যাবে না। তখন শুধু ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন যাচাই করা যাবে।

(২) অভিযোগ দাখিল (Complaint)

বিক্রেতার বিআইএন/ই-বিআইএন সঠিক না থাকলে, সঠিক থাকলেও অন্যকোনো অভিযোগ থাকলে, ভ্যাট অফিসের বিপক্ষে বা কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে আপনি BIN Check অপশনের ফলাফলের নিচের লিংক বা সরাসরি Complaint আইকন হতে তা দাখিল করতে পারবেন। তবে অভিযোগ শুধু ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেট এবং সেখান হতে ইস্যুকৃত বিআইএন/ই-বিআইএন এর বিপক্ষেই দাখিল করা যাবে। অভিযোগ দাখিল করতে হলে অবশ্যই আপনাকে মোবাইল নম্বর দিয়ে Sign In করতে হবে। আপনাকে অভিযোগের ফলাফল জানানো হবে। আপনার অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে এবং তা আদায় হলে পুরস্কার নীতিমালা অনুযায়ী আপনি পুরস্কার পেতে পারেন।

(৩) ভ্যাট অফিস খোঁজা (Find VAT Office)

দেশব্যাপী ১২টি ভ্যাট কমিশনারেট, ৮৪টি বিভাগীয় অফিস ও ২৫৪টি সার্কেল অফিস নিয়ে ভ্যাট প্রশাসন সংগঠিত। তাছাড়াও আছে ৪টি আপিল কমিশনারেট, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, মূসক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি অফিস। নানান কাজে করদাতাকে ভ্যাট অফিসে যাতায়ত করতে হয়। অনেক করদাতা বিশেষত নতুন করদাতা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট অফিসের ঠিকানা বা অবস্থান জানেন না। ভ্যাট ইস্ট অ্যাপ হতে বাংলাদেশের সকল ভ্যাট অফিসের ঠিকানা জানতে পারবেন। ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেটের কর্মকর্তাদের নাম, ফোন এবং গুগল ম্যাপের মাধ্যমে ভ্যাট অফিসের অবস্থান ও গমনপথ (Direction) জানতে পারবেন। তাছাড়াও অ্যাপ হতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ভ্যাট অফিসে ফোন করা যাবে।

(৪) প্রতিপালন সতর্কতা (Compliance Alert)

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিমাত্রই তাকে প্রতি করমেয়াদের দাখিলপত্র পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হয়। কোনো করদাতা যাতে তার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভুলে না যান সে জন্য ১০ তারিখের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল করদাতাকে এসএমএস এবং অ্যাপস নোটিফিকেশনের মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হবে। ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি তাকে অবহিত করা হবে।

(৫) দাখিলপত্র গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকার (Acknowledgement)

করদাতা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিলপত্র পেশ করার পর তাকে এসএমএস ও নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে ধন্যবাদসহ দাখিলপত্র গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। তিনি তার দাখিলপত্র পেশের তথ্য তার প্রোফাইলে দেখতে পারবেন।

(৬) করদাতা জরিপ (Taxpayer's Survey)

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক করদাতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করজালে প্রবেশ করেন না। ভ্যাট কর্মকর্তাগণকে তাদের করজালে প্রবেশ করাতে প্রচেষ্টা নিতে হয়। তারা অনিবন্ধিত ব্যক্তির কাছে যান এবং তাকে বুঝিয়ে নিবন্ধিত করেন। এ প্রক্রিয়াটি করদাতা জরিপ নামে পরিচিত। ভ্যাট কর্মকর্তাগণ এই অপশনটি ব্যবহার করে জরিপ প্রতিবেদন সিস্টেমে আপলোড করতে পারেন। যেমন করদাতার নাম ও ছবি, তার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ছবি, ভৌগলিক অবস্থান, নাম ঠিকানা, ব্যবসার প্রকৃতি, ব্যবসায়ের আকার, কর প্রদানের তথ্য, ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে পরিদর্শনের সময় সিস্টেমে আপলোড করতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি কর প্রদান ও দাখিলপত্র পেশ করছেন কিনা তাও সিস্টেম হতে মনিটরিং করা যায়। করদাতাকে বিভিন্ন বিষয়ে এসএমএস ও নোটিফিকেশনও প্রদান করা যায়।

(৭) তাৎক্ষণিক কর নির্ধারণ (Spot Assessment)

কোন করাদাতা কম কর পরিশোধ করছেন বলে সন্দেহ হলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ মূসক আইনের বিধান অনুযায়ী তার বিক্রি যাচাই করে ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে পারেন। ভ্যাট ইস্ট অ্যাপের এই অপশনটি ব্যবহার করে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ স্পট এ্যাসেসম্যান্টের কাজটি সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। কমিশনারেট হতে কেন্দ্রীয়ভাবে তা মনিটরিং করা যায়।

(৮) করদাতার প্রোফাইল হালনাগাদকরণ

প্রতিনিয়তই করদাতার বিভিন্ন তথ্য পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় করদাতা নিজে তা ভ্যাট অফিসকে অবহিত করেন না। ভ্যাট কর্মকর্তাগণ করদাতার প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে তার তথ্য সরাসরি সিস্টেমে হালনাগাদ করতে পারেন। প্রতি ৩ মাসে একবার করে প্রোফাইলের তথ্য যাচাই ও হালনাগাদকরণ বাধ্যতামূলক। ফলে করদাতার প্রোফাইল সবসময় হালনাগাদ থাকে। কোন বিআইএন লক করা হলে তার তথ্যও ভ্যাট ইস্ট অ্যাপের মাধ্যমে করদাতা জানতে পারেন। একইভাবে তা আনলক করা হলেও তিনি তা অবহিত হতে পারেন। তার প্রোফাইলে তিনি তা দেখতে পারেন। করদাতার কোন তথ্য পরিবর্তিত হলে তিনি নিজেও প্রোফাইলে আপডেট করে দিতে পারবেন।

(৯) বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ

ভ্যাট ইস্ট অ্যাপের মাধ্যমে করদাতাসহ যেকোন ব্যক্তি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, যেমন সকল ভ্যাট পরামর্শক ও এডিআর ফ্যাসিলিটেটরগণের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর, বিভিন্ন প্রতিবেদন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন লাইব্রেরির সকল তথ্য, উক্ত ওয়েবসাইটের সর্বশেষ আপলোড ইত্যাদি। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত দেশব্যাপী সকল সেবা কেন্দ্রের তথ্যও ভ্যাট ইস্ট অ্যাপ হতে পেতে পারেন। তাছাড়া সকল সাপোর্ট সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে সাপোর্ট অপশন হতে।

(১০) ভ্যাট ক্যালকুলেটর

ক্যালকুলেটরটি ব্যবহার করে নতুন এবং পুরাতন ভ্যাট আইনের অধীন নির্ভুলভাবে ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। মূল্য ভ্যাটসহ বা ভ্যাট ব্যতীত কিংবা আদর্শ হার বা সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ভিত্তিক হার, সকল ক্ষেত্রেই এই অপশনটি ববহার করে নির্ভুলভাবে তার ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন।

(১১) ভ্যাট ই-লার্নিং

ভ্যাট ইস্ট অ্যাপটি ব্যবহার করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৈরি ভ্যাট ই-লার্নিং সিস্টেমে আপলোড করা সকল কোর্স সম্পূর্ণ নিখরচায় গ্রহণ করতে পারবেন। সেখানে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হতে তিনি ই-লার্নিং সিস্টেম হতে ইস্যুকৃত সনদ পাবেন এবং ছবিসহ তার নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে যা সবাই দেখতে পারবেন। ফলে যারা ভ্যাট বিষয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান এটি তাদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

(১২) ইভেন্ট ক্যালেন্ডার

ভ্যাট আইনের আওতায় একজন করদাতার জন্য প্রতিপালনীয় সকল ইভেন্ট ক্যালেন্ডার আকারে সাজানো আছে। করদাতা এই ক্যালেন্ডার হতে কোন সময় তার কি করণীয় তা জানতে পারবেন। তিনি চাইলে ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে এলার্ট সেট করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অ্যাপ হতে এসএমএস ও নোটিফিকেশন প্রদান করে তাকে তার নির্ধারিত সময়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে।

(১৩) ডাইনলোড

অর্থ আইন, ভ্যাট, কাস্টমস, আয়কর ও প্রশাসন সংক্রান্ত সকল আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, সাধারণ ও বিশেষ আদেশ, বাজেট সংক্রান্ত সকল তথ্য, ভ্যাট কমপ্লায়েন্স গাইড, এনবিআর ও ঢাকা পূর্ব হতে প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও ফ্লায়ার, বিভিন্ন নির্দেশনা, ফরম ইত্যাদি সকল তথ্য ডাউনলোড করতে পারবেন। অ্যাপটির যেকোন ব্যবহারকারী তার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, ফরম ইত্যাদি তার প্রোফাইলের MY Favourite অপশনে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন যা তিনি পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারবেন।

এক নজরে ভ্যাট ইস্ট অ্যাপের সুবিধাসমূহ:

সংক্ষিপ্ত আকারে ভ্যাট ইস্ট অ্যাপটির সুবিধাসমূহ:

(১) করদাতার বিআইএন সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা যাবে;

(২) ঢাকা পূর্ব কমিশনারেটের আওতায় নিবন্ধিত যেকোন করদাতা, ভ্যাট অফিসার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা যাবে, একই সাথে ভ্যাট অফিসকে কোনো কর ফাঁকির তথ্যও প্রদান করা যাবে;

(৩) দেশের সকল ভ্যাট, কাস্টমস ও আয়কর অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ ঢাকা পূর্ব কমিশনারেটের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে;

(৪) করদাতাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে নির্ধারিত সময়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে;

(৫) দাখিলপত্র পেশ করার পর এসএমএস ও নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে তার প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে;

(৬) করদাতা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং সহজ ও অধিক কার্যকর হবে;

(৭) স্পট এ্যাসেসমেন্ট আরো সহজ ও তথ্যবহুল হবে এবং তা মনিটরিং সহজ হবে;

(৮) করদাতার প্রোফাইল সর্বদা হালনাগাদ থাকবে;

(৯) করদাতা, কর কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ ভ্যাট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন;

(১০) ভ্যাট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবেন;

(১১) ভ্যাট সম্পর্কে পড়াশুনা করতে পারবেন;

(১২) ভ্যাট ইভেন্ট সেট করে করদাতা তার করণীয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন ও সঠিক সময়ে তার নির্ধারিত দায়িত্বটি পালন করতে পারবেন;

(১৩) আইন-কানুন, বিধিবিধান, ফরম ইত্যাদি ডাউনলোড করতে পারবেন।

ভ্যাট ইস্ট অ্যাপের সম্ভাব্য ফলাফল:

সংক্ষিপ্ত আকারে ভ্যাট ইস্ট অ্যাপটির সম্ভাব্য ফলাফলসমূহ:

(১) করদাতা-বান্ধব ও সেবাধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি হবে;

(২) দাখিলপত্র পেশের হার বাড়বে;

(৩) করদাতা অধিকমাত্রায় দায়িত্বসচেতন হবেন;

(৪) করদাতাকে ভ্যাট অফিসে কম আসতে হবে বিধায় তার ভীতি দূর হবে;

(৫) করদাতা স্বেচ্ছা প্রতিপালনে উৎসাহিত হবেন;

(৬) কর পরিহারের মাত্রা হ্রাস পাবে;

(৭) কর আদায় বৃদ্ধি পাবে; এবং

(৮) ভ্যাট পূর্ব কমিশনারেটের সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

ভ্যাট ইস্ট অ্যাপ নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

দৃশ্যত অ্যাপটিতে অনেক বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হলেও আরো অনেক কিছু করার আছে। অদূর ভবিষ্যতে জিপিএস ভিত্তিক বিভিন্ন সেবা, নানান ধরণের এনালাইটিকস, আরো নতুন অপশন যেমন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, দাখিলপত্র পেশ, করদাতার সাথে পত্রযোগাযোগ ইত্যাদি সংযুক্ত করা হবে। একই সাথে অ্যাপটি বর্তমানে শুধু অ্যান্ড্রয়েড প্লাটফরমে পরিচালিত হচ্ছে। খুব দ্রুত আইওএস এবং উইন্ডোজ ফোন ব্যবহারকারীগণও যাতে অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন সে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উদ্ভাবক দপ্তর: কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।

৮ কাস্টমস ই-পেমেন্ট

আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হচ্ছে সেই সাথে রাজস্ব আদায়ও বাড়ছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুল্ক খাতে ৬১,৮১৭.৮৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। কাস্টম হাউস বা স্টেশনের জন্য নির্ধারিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে ক্যাশ টাকা/ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে শুল্ক-করের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এ কারণে পণ্য খালাসে অহেতুক সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া ক্যাশ টাকা বহন করতেও ঝুঁকি থেকে যায়। এ থেকে উত্তরণের জন্য শুল্কায়নে ই-পেমেন্টের প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-পেমেন্ট প্রবর্তনের ফলে আমদানি-রপ্তানিকারক বা তার প্রতিনিধি ব্যাংকে না যেয়ে নিজ অফিস/বাসা থেকে শুল্ক কর পরিশোধ করে স্বল্প সময়ে মালামাল খালাস করতে পারেন।

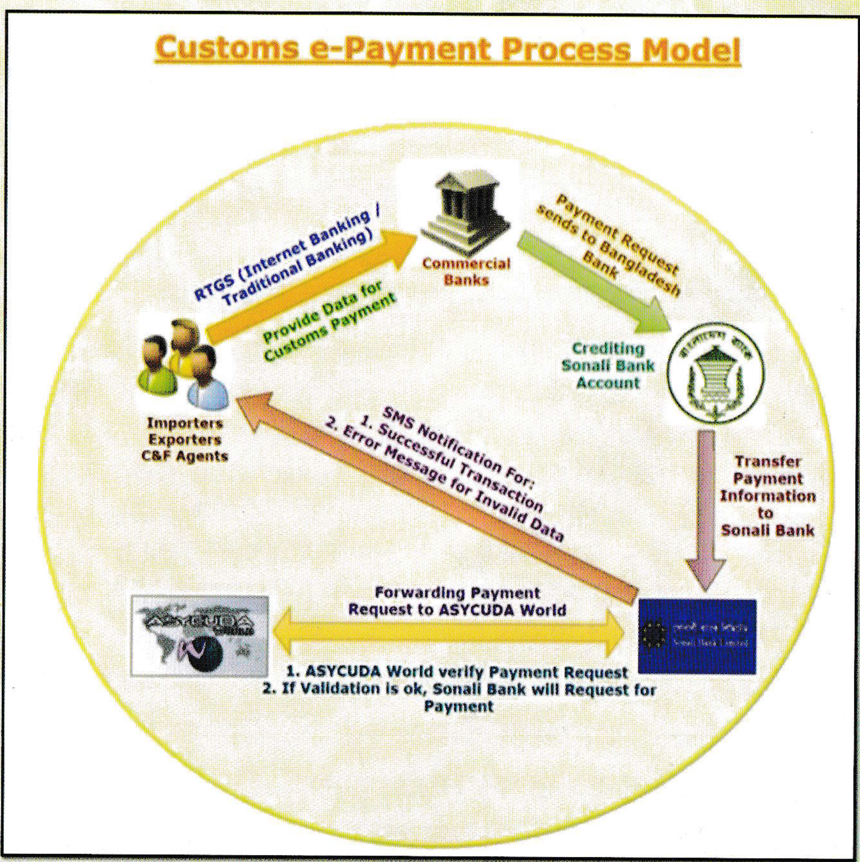

ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার সুবিধা:

আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্ক কর বাবদ কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তা জেনে নিয়ে যেকোন মনোনিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইলেকট্রনিক লেনদেন ফরমের মধ্যে শুল্ক-করের পরিমাণ, সোনালী ব্যাংকের রাউটিং নম্বর, বিল অব এন্ট্রি নম্বর, বিল অব এন্ট্রি এর বছর, কাস্টম অফিসের কোড ও গ্রাহকের মোবাইল নম্বর এন্ট্রি দিতে হবে। এই তথ্যগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের RTGS (Real Time gross Settlement) Switch ব্যবহার করে কাস্টমস এর সার্ভারের সাথে Match করে। যদি তথ্যগুলি সঠিক থাকে তখন পুনঃরায় পেমেন্ট এর অনুরোধ পাঠানো হয়, তখন শুল্ক কর পরিশোধ হয়ে যায়। অর্থাৎ গ্রাহকের বাংক হিসাব হতে টাকা কর্তন করে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে শুল্ক-করের টাকা হিসাবে জমা হয় এবং একই সাথে গ্রাহকের মোবাইল ফোনে একটি পেমেন্ট ম্যাসেজ চলে যায়।

ই-পেমেন্ট প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ২-৩ মিনিট সময় লাগে। অথচ গতানুগতিক ব্যবস্থায় শুল্ক-কর পরিশোধ করতে কমপক্ষে এক দিন সময় ব্যয় হতো। ই-পেমেন্ট ব্যবস্থাটি RTGS এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করায় জাল-জালিয়াতির ঝুঁকিও কম।

উদ্ভাবক দপ্তর: আইসিটি অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

৯ ই-ইজিএম

বাংলাদেশের অটোমেশনের ইতিহাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি স্মরণীয় নাম। ১৯৯৪ সালে কাস্টমস অটোমেটেড কম্পিউটার সিস্টেমে আমদানিকৃত পণ্যচালানের ছাড়করণের জন্য ASYCUDA Software এর সূচনা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ইন্টারনেট ও ওয়েব-ভিত্তিক ASYCUDA World এবং IGM বা Import General Manifest চালু হয়। বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে EGM বা Export General Manifest এর কার্যক্রম চলছে। একটি জাহাজের EGM সম্পন্ন হতে প্রায় ১০-১২ দিন সময় লেগে যায়। শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক EGM ব্যবস্থা না থাকার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা হলো :

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশীদার দেশসমূহের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে অন্তরায়;
- Lead Time বেড়ে যাওয়া;
- অসাধু রপ্তানিকারক কর্তৃক তথ্য বিকৃতির সুযোগ;
- আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়া।

এসকল সমস্যা আর সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য এগিয়ে এসেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিবেদিত প্রাণ IT Team তথা ASYCUDA টিম। এসকল কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে e-EGM।

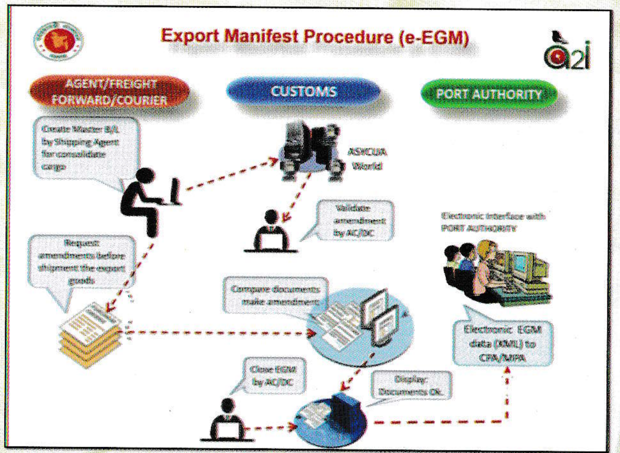

- আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

উদ্ভাবক দপ্তর: আইসিটি অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

১০ এলটিইউ-ভ্যাট মোবাইল অ্যাপ

দেশের প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট-ভ্যাট বা এলটিইউ-ভ্যাট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এই দপ্তরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৬১,০০০ কোটি টাকা যা মোট ভ্যাটের প্রায় ৫৮ শতাংশ। এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আহরণে নানামুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এলটিইউ-ভ্যাট উদ্ভাবন করেছে একটি অত্যন্ত কার্যকরী মোবাইল অ্যাপ।

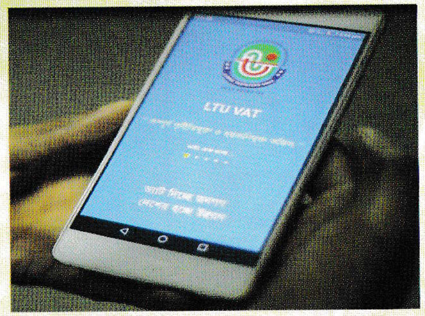

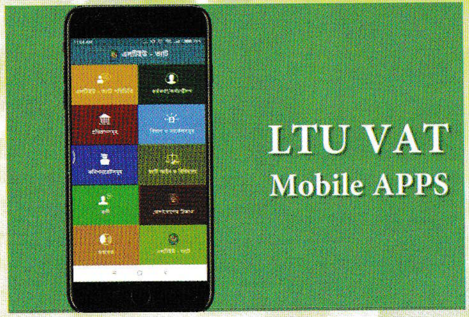

এই অ্যাপ ব্যবহার করে সেবাপ্রার্থীগণ এই দপ্তর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, কর্মকর্তাগণের যোগাযোগের নম্বর, মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য ছাড়াও অভিযোগ কিংবা মতামত জানাতে পারবেন। অ্যাপটিতে অন্যান্য কার্যালয় ও ভ্যাট দপ্তরের তথ্যও রয়েছে।

পূর্বে সেবাপ্রার্থীগণকে অফিসে সরাসরি এসে তথ্য সংগ্রহ করতে হত, যাতে অপচয় হতো প্রচুর কর্মঘণ্টা ও মূল্যবান অর্থ। আর এখন এলটিইউ-ভ্যাট অ্যাপ ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। অ্যাপ থেকেই সরাসরি কল করা যায়।

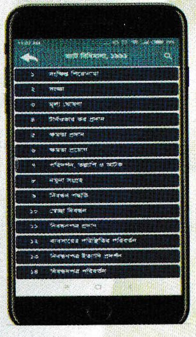

বর্তমানে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে অতি সহজেই এর বিশাল তথ্য ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য নিয়ে কাজে লাগানো যাচ্ছে। এছাড়া অ্যাপ থেকে ভ্যাট আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সহজেই জানা যায়। এমনকি যেকোন ভ্যাট ফর্ম ডাউনলোড করে নেয়া যায়।

এটি সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের দপ্তরের দূরত্ব কমানোর সাথে সাথে আমাদের নিজেদের জন্যও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেস হিসেবে কাজ করবে।

উদ্ভাবক দপ্তর: বৃহৎ করদাতা ইউনিট - মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা।

১১ e-Savings

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রবর্তিত সঞ্চয়ের একটি নিরাপদ উৎস হচ্ছে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করা। সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ নিরাপদ ও এর লাভের হার বেশি হওয়ায় গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ার ফলে বেশি কর্মঘণ্টা ব্যয় হয় এবং ভুল-ত্রুটিরও সম্ভাবনা থাকে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি, উৎসে আয়কর কর্তনের হিসাবায়ন ও সনদ প্রদান করা কষ্টসাধ্য হয়। এছাড়া সঞ্চয় স্কিমের হালনাগাদ তথ্য, স্থানান্তরিত সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়না বিধায় পুনর্ভরণে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়।

গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় ব্যয় করে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়ন করতে হতো। ফলে অধিক সংখ্যাক সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারিদের একদিনে সকল সঞ্চয়পত্রের নগদায়ন দেওয়া সম্ভব হয় না।

সঞ্চয়পত্রের দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণের জন্য বিক্রয় ও ভাংগানো বিবরণী তৈরি করতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অফিস সময়ের চেয়ে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় বেশি লাগত।

গ্রাহক সেবা উন্নততর করার জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্ভাবনী ই-সেভিংস সফটওয়্যার চালু করে। গ্রাহক সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সময় ফরমে পুরণকৃত তথ্যাদি স্কিমের নাম, গ্রাহকের ধরণ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, তারিখ, গ্রাহকের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, নমিনীর নাম, সঞ্চয়পত্রের মূল্যমান, সঞ্চয়পত্রের ক্রমিক নং সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়া হয়। এন্টিকৃত তথ্য ডাটা বেইজে সংরক্ষিত থাকে।

ডাটাবেইজ থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সার্চ করে গ্রাহকের নির্দিষ্ট ডাটাটি বের করে স্বংয়ক্রীয়ভাবে প্রস্তুত পেমেন্ট স্লিপের মাধ্যমে মূল/মুনাফা পেমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে।

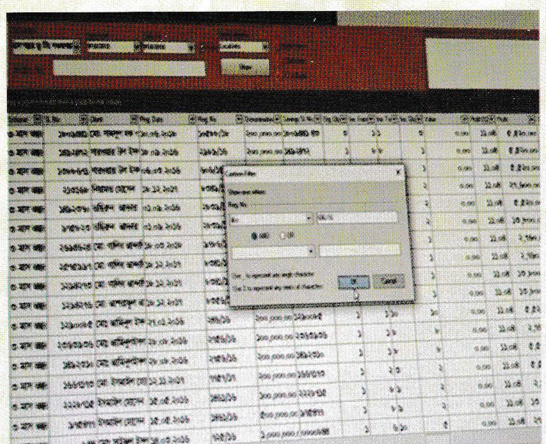

এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা নির্ণয় ও অধীক সংখ্যক সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারিদের এক ক্লিকে সকল সঞ্চয়পত্রের নগদায়ন দেওয়া যাচ্ছে। এর ফলে অল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা অধিক সংখ্যক গ্রাহকের উত্তম সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।

উদ্ভাবক দপ্তর: জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর